Part II (Sem 4, Paper VIII)

সপ্তদশ শতকের ইউরোপের অর্থনৈতিক ভাবনা ও সংকট

ষোড়শ শতক থেকে স্পেন ও পর্তুগালের হাত ধরে সমুদ্র বাণিজ্য ইউরোপের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক করে তোলে। সপ্তদশ শতকে দুই দেশের বাণিজ্যিক শক্তি কমতে শুরু করে; ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নতির হয়। ঘূর্ণায়মান সমাজের মধ্যে ক্রমিক দ্বন্দ্ব ও কলহ শুরু হয়েছিল, তা সপ্তদশ শতকের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। মনে রাখতে হবে, সামরিক ব্যয়ের যে বিপুল পরিবর্তন ষোড়শ শতকে শুরু হয়েছিল, তা পরের শতাব্দীতে রাজনীতি ও বাণিজ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। যাদের সামরিক শক্তি বেশি ছিল, তারা নতুন এলাকা দখলে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে ছিল। সামরিক উন্নয়ন ও নতুন রাষ্ট্রীয় সৈন্য বাহিনী তৈরি করা ও প্রতিপালন করার জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন হত। এর জন্য বেশি করে অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়তে হয়েছিল। ডঃ ব্লোকের মতে সপ্তদশ শতকের ইউরোপের সমস্যা হল এক প্রকারের সামরিক সমস্যা। এই শতাব্দী জুড়ে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত। স্পেন ও ফ্রান্সকে বারংবার এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান শক্তি অবশ্য ইউরোপের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুকূলে ছিল, অন্যদিকে নতুন শহর ও ক্রমবর্ধমান এর প্রয়োজন সমস্যা ও সংকটের মধ্যে উঠেছিল।

Scanned with CamScanner

সপ্তদশ শতকের ইউরোপ আধুনিকায়নের পথে অগ্রসর হলেও বিপরীতগামী শক্তির সঙ্গে ঘটেছিল অবিরত সংঘাত। নবীনগণ ও উদারনৈতিক শক্তির পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এই শতাব্দীকে ঘটনাবহুল করে তুলেছিল। যদি কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সপ্তদশ শতক ছিল দিশাহীন, অথচ ষোড়শ শতক এনে করেছিল রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার অন্যদিকে অষ্টাদশ শতক ছিল জ্ঞানদীপ্তি (enlightenment) ও বিপ্লবের যুগ। সপ্তদশ শতকের ধর্মীয় যুদ্ধের পাশাপাশি শিল্পে রোমান্টিক (Romanticism) ভাবনার অনুপ্রবেশ। এছাড়া হবসবমের যুক্তি হল অর্থনীতি ও সামাজিক শক্তি সমূহ এই সপ্তদশ শতকের সংকট তৈরী করেছিল। অন্য দিকে, ট্রেভর-রোপারের মতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ এই শতাব্দীকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছিল।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ (১৬১৮–১৬৪৮) যাতে ইউরোপের অসংখ্য রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুদ্ধের ফলে মধ্য ইউরোপ, বিশেষত: জার্মানভাষী রাষ্ট্রগুলির ব্যাপক পরিবর্তন ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। এই যুদ্ধের ফলে পরবর্তী সময়ে ইউরোপের যাত্রাপথ ভিন্নপথে মোড় নিয়েছিল। অগস্বার্গের শান্তি চুক্তি (১৫৫৫) দুই বিবদমান পক্ষ ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে শান্তি স্থাপনে চেষ্টা করেছিল। এতে বলা হয় যে রাজা বা শাসকের ধর্মবিশ্বাস যেরকমই হবে প্রজাদের জন্য। অর্থাৎ রাজার ধর্ম, প্রজার ধর্ম। কিন্তু এই বিধি কার্যকরী

Scanned with CamScanner

অগাস্টাস সুলিশে ধর্মীয় সহাবস্থানের প্রচেষ্টা করতেন, ফলে আগসবার্গের চুক্তি সাময়িক স্বস্তি দিলেও তা দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ হয়নি। জার্মানীর প্রটেস্ট্যান্ট ভূমিপতিরা রাজপুরুষদের তাদের জমিতে জোর করে ধর্মের উপর চাপিয়ে দেবার নীতি অনুসরণ করে যা অনেক সময় অত্যাচার মনে হয়েছিল। তাছাড়া, জেসুইটদের নেতৃত্বে Counter Reformation বা ক্যাথলিক ধর্মসংস্কার আন্দোলন ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছিল যাতে আতঙ্কিত হয়ে প্রটেস্ট্যান্টরা ইউনিয়ন নামে সঙ্ঘ গড়ে তোলে। প্রত্যুত্তরে ক্যাথলিকরাও পাল্টা সংগঠন ক্যাথলিক লীগ তৈরী করে। বোহেমিয়ার অধিকাংশ বেশির ভাগই প্রটেস্ট্যান্ট এবং তাদের পবিত্র ভূমি সম্রাট ফার্ডিনান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট বিরোধী কার্যকলাপ সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহের সামনে উপস্থিত হয়, যখন প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ ধ্বংস করার চেষ্টা হয় তখন প্রকৃত প্রটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রটেস্ট্যান্ট নির্বাচক পঞ্চম ফ্রেডারিককে বোহেমিয়ার রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন (১৬১৯)। স্বাভাবিক ভাবেই, এই সিদ্ধান্ত ছিল সরাসরি হ্যাপসবার্গ শাসনের প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ যা যুদ্ধের সূচনা করে। ক্যাথলিক শক্তির আক্রমণ দর্শন করে সুলিশ প্রটেস্ট্যান্ট রাজার পদচ্যুত হলেও একটি সিদ্ধান্ত নেবার বাধ্য উঠে যে প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্বাস অধিষ্ঠিত সম্রাটের (যিনি পবিত্র রোমান সম্রাট রূপে প্রতিষ্ঠিত) প্রতি নামমাত্র আনুগত্য দেখিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদর্শনের চেষ্টা করত। আবার অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক সম্রাটও অধিপতি স্বাধীনতা জোর দিতেন।

[illegible] ने [illegible] के [illegible] को [illegible] के [illegible] के [illegible] के

বাধ্য পরাজিত হয়ে লুইয়ের শান্তি চুক্তি (১৬২৯) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই চুক্তির ফলে তিনি অনেকগুলি দুর্গের বিশপাধিকার (Bishopric) হারিয়েছিলেন। নিজেদের সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ক্যাথলিক লীগের সদস্যরা দ্বিতীয় ফার্দিনান্দকে বাধ্য করেছিল Edict of Restitution জারি করতে (১৬৩০)। এর দ্বারা প্রোটেস্ট্যান্টদের যে সব সম্পত্তি অন্যায়ভাবে শান্তি চুক্তি অবজ্ঞা করে দখল করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এর পরের বছর সুইডেনের সম্রাট দ্বিতীয় গুস্তাভাস অ্যাডলফাসের উত্তরাধিকারের জন্য জার্মান দ্বীপ পুনরায় ফিরে আসে। গুস্তাভাস সুইডেনকে উত্তর ইউরোপের অন্যতম প্রোটেস্ট্যান্ট রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। Edict of Restitution এর জন্য ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে তুমুল অসন্তোষ এবং; ফ্রান্সের সম্রাটের অনুরোধে গুস্তাভাসকে ক্যাথলিক অধ্যুষিত দখলে করার জন্য তিনি উৎসাহ দিয়েছিল। প্রথমদিকে ক্যাথলিক বিজয়ের সম্ভাবনা অনেকটা দেখা গিয়েছিল। অবিশ্বাস্য ভাবে যুদ্ধ লুটেনের যুদ্ধে (১৬৩২) গুস্তাভাস নিহত হন। এরপর এক সংযুক্ত প্রোটেস্ট্যান্ট - স্বীকৃত বাহিনী সুইডেনকে বিতাড়িত করেছিল। ফলে ১৬৩৫ সালে প্রাগের সন্ধি অনুযায়ী সুইডেন পূর্ববর্তী ক্যাথলিক শাসকের সুবিধাগুলি মেনে নিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

সুইডেনের পরাজয়ের পর প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরোধিতা শেষ পড়ে। সুইডেনেও রাজনৈতিক সুর অবসান দেখা যায়। এই অবস্থায় অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবার্গ বিরোধী জোট ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ চিন্তা করে লুই ও রিশেলু মনে করেন যে হ্যাবসবার্গদের ক্ষমতার উপর ফ্রান্সের ভয়ের সৃষ্টি হবে। তাই, ফ্রান্স সরাসরি স্পেন ও অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করে। তিন বছরই ক্যাথলিক শক্তির দুর্গ হলেও রাজ্যবৃদ্ধি ও সার্বভৌম রাজাদের স্বাধীনতা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফ্রান্স নিজের পাশে সুইডেন, জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট ও ডাচ ও পর্তুগিজ সংযুক্ত প্রদেশকে পেয়েছিল। অনেকগুলি দিক থেকে ফ্রান্স স্পেন ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেও (১৬৩৫) ফ্রান্স প্রথমদিকে সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু ১৬৪০ সালের পর থেকে ফ্রান্সের দিকে যুদ্ধের গতি ফেরে। পর্তুগালের উপর স্পেনের আধিপত্য শেষ করে ফ্রান্স পর্তুগালের নতুন রাজা নির্বাচিত করে। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে রোসোয়ার যুদ্ধে স্পেনের প্রতিরোধ শেষ হয়। এদিকে ১৬৪১ থেকে ১৬৪৬ সালের মধ্যে অস্ট্রিয়া ক্রমশ: ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ক্রমশ: দুর্বল হতে থাকে। ১৬৪৬ সালে ফ্রান্সের ব্যাভেরিয়া দখলের পরেই যুদ্ধের প্রকৃত অবসান হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফালিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ধর্ম ও রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা হয় যা অবশ্যই প্রকৃত সমাধান না করলেও কিছুদিন ইউরোপে শান্তি বিরাজমান ছিল। এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় পর্ব আলোচিত হবে।

Scanned with CamScanner